ব্রি ধান১০৬

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১০৬ রোপা আউশ মওসুমের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা এলাকার একটি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত। এর কৌলিক সারি BR8781-16-1-3-P2। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে পশ্চিম আফ্রিকার ধানের জাত MOROBEREKAN এবং ইরি'র জনপ্রিয় ধানের জাত IR50 এর সাথে রোপা আউশ ২০০৭-০৮ সালে সংকরায়ণ করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। এরপর বংশানুক্রমের বিভিন্ন ধাপে বাছাই এর মাধ্যমে ২০১৯-২০ সালে গবেষণা মাঠে আঞ্চলিক উপযোগীতায় সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ার পর ২০২০-২১ সালে আউশ মওসুমে দেশের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা এলাকায় কৃষকের মাঠে আঞ্চলিক উপযোগিতা যাচাই করা হয়। পরবর্তীতে ২০২১-২২ সালে কৌলিক সারিটি উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ এর গবেষণায় ঢলে পড়া প্রতিরোধী বিবেচিত হওয়ায় ২০২২-২৩ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ৬ (ছয়) টি অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা এলাকায় কৃষকের মাঠে মূল্যায়ন করা হয়। উক্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় কৌলিক সারিটি অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা এলাকায় আউশ ধানের জাত হিসাবে ১০৯তম সভায় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্তভাবে ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২৫ সে.মি.।
- এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঢলে পড়া প্রতিরোধী।
- ধানের দানার রং সোনালী বর্ণের এবং লম্বা চিকন।
- এ জাতের গাছের গোড়ায় ও ধানের দানার মাথায় বেগুনী রং বিদ্যমান।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৫ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রং সাদা।
- চালে অ্যামাইলোজ শতকরা ২৭.২ ভাগ এবং প্রোটিন শতকরা ৮.৫ ভাগ।
- ভাত ঝরঝরে।

ব্রি ধান১০৬

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১০৬ জাতটি অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা এলাকায় জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান২৭ এর চেয়ে শতকরা ১৭ দশমিক ৪ ভাগ ফলন বেশি। এ জাতটি ঢলে পড়া প্রতিরোধী হওয়ায় গাছ হেলে পড়ে না।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১১৭ দিন।

ফলন: ব্রি ধান১০৬ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪ দশমিক ৮ টন, উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ফলন হেক্টর প্রতি ৫ দশমিক ৫ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১০৬ এ চাষাবাদ পদ্ধতি এবং সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ০৫ বৈশাখ-১৭ বৈশাখ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৮ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল)।

২. **চারার বয়স:** ১৫-২০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ১৫ সে.মি

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
২০	৭	১০	৫	০.৭

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া, অর্ধেক এমওপি, সবটুকু টিএসপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার একসাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী অর্ধেক এমওপি দ্বিতীয় কিস্তিতে ইউরিয়ার সাথে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান দুই কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১২ দিন পর ১ম কিস্তি এবং ২০-২৫ দিন পর ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে ২-৩ সে. মি. পানি থাকতে হবে অথবা মাটিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের সাথে সাথে হাত বা উইডার দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে যাতে সার মাটিতে ভালভাবে মিশে যায়। ফসলের অবস্থার উপর নির্ভর করে ইউরিয়া সার প্রয়োগের মাত্রা ও প্রয়োগের সময়ে তারতম্য করা যেতে পারে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান১০৬ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিত।

৭. **আগাছা দমন:** চারা রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমানে রস থাকা প্রয়োজন।

৯. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১৫-৩০ শ্রাবণ অর্থাৎ ৩০ জুলাই থেকে ১৪ আগষ্ট। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ পরিপক্ক হলে দেরি না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd